

৮ মেট্রো ও ৫ মনোরেলের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে মহাপরিকল্পনা

মেট্রো ও মনোরেল সমন্বয়ে সাজানো হচ্ছে ঢাকা ও এর আশপাশের জেলার যোগাযোগের মহাপরিকল্পনা। এজন্য রাজধানী ঢাকার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা নিয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে হালনাগাদকৃত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় (ইউআরএসটিপি)। এতে ঢাকা ও এর আশপাশের জেলায় দ্রুত যাতায়াতের জন্য আগের পাঁচটি মেট্রোরেলের সঙ্গে নতুন করে আরও তিনটি যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন তিনটির মধ্যে কেরানীগঞ্জের কোনাখোলা থেকে সদরঘাট, পল্টন, তেজগাঁও, গুলশান-২ হয়ে কুড়িল পর্যন্ত নির্মিত হবে মাস র্যাপিড ট্রানজিট-৩ বা এমআরটি-৩ রুট। এছাড়া গাজীপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় যাতায়াতের জন্য এমআরটি-৭ নতুন রুট প্রস্তাব করা হয়েছে। আর কেরানীগঞ্জের নিমতলী থেকে ঘাটচরের হয়ে মোহাম্মদপুর, বিজয় সরণি ও তেজগাঁও হয়ে গুলশান-২ পর্যন্ত এমআরটি-৮ নামের নতুন রুট প্রস্তাব করা হয়েছে। নতুন এই মহাপরিকল্পনায় মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ২০৩০ সালে প্রায় ৭২ দশমিক ২ কিলোমিটার, ২০৩৫ সালে ১৩৭ দশমিক ৮ কিলোমিটার এবং ২০৪৫ সালে ২৬৮ দশমিক ৫ কিলোমিটারে উন্নীত করার প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি প্রায় ৭৯ দশমিক ৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পাঁচটি মনোরেল করিডোরের প্রস্তাব করা হয়েছে ইউআরএসটিপিতে। এগুলোর মধ্যে মনোরেল-১ রুট রাজধানীর উত্তরা বিমানবন্দর থেকে জলসিঁড়ি হয়ে পূর্বাচল পর্যন্ত; মনোরেল-২ রুট রাজধানীর উত্তরা বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার; মনোরেল-৩ রুট রাজধানীর কুড়িল থেকে যমুনা ফিউচার পার্ক হয়ে মধ্য বাড্ডা থেকে ভুলতা; মনোরেল-৪ রুট রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে সদরঘাট হয়ে পোস্তগোলা এবং মনোরেল-৫ রুট রাজধানীর রামপুরা থেকে ডেমরা পর্যন্ত হবে। ইতোমধ্যে ইউআরএসটিপি ২০২৬ থেকে ২০৩৫ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন ও গেজেট প্রকাশের সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।

এ বিষয়ে ডিটিসিএর নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মসিউর রহমান জাতীয় অর্থনীতিকে বলেন, ‘ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও মানিকগঞ্জ জেলা নিয়ে বিস্তৃত পরিবহন পরিকল্পনা সমন্বয়ের কাজ করছে ডিটিসিএ। ১১টি মন্ত্রণালয় ও ২৭টির অধিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ অঞ্চলের পরিবহন অবকাঠামো পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তদারকির কাজ করা হচ্ছে। হালনাগাদকৃত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় ৮টি মেট্রোরেলের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজধানীতে পাঁচটি রুটে মনোরেল নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। সমীক্ষার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিয়ে দুটি রুট চূড়ান্ত করা হবে। এখনো রুট দুটি ঠিক করা হয়নি। বুয়েটের সমীক্ষার শেষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দুটি রুট চূড়ান্ত করা হবে।’ তবে বুয়েটের সমীক্ষা শেষ করতে ছয় মাস লাগতে পারে বলে জানান তিনি।

ঢাকার বাইরেও যাবে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক

ঢাকার বাইরেও যাবে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক ঢাকার বাইরে বৃদ্ধি পাচ্ছে মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক। ঢাকা মহানগরীর সঙ্গে আশপাশের জেলার যোগাযোগ সহজ করার জন্য গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী

জেলা যুক্ত হচ্ছে মেট্রোরেলের নেটওয়ার্কের সঙ্গে। এর মধ্যে দেশের প্রথম পাতাল রেল নির্মিত হচ্ছে এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পে। এর মধ্যে রাজধানীর উত্তরার বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১৯ দশমিক ৮৭২ কিলোমিটার হবে মাটির নিচ দিয়ে (পাতাল)।

এছাড়া রাজধানীর বাড্ডা নতুনবাজার থেকে পূর্বাচলের পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১ দশমিক ৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল পথে। পাশাপাশি কমলাপুর থেকে দয়াগঞ্জ হয়ে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল নতুন রুট প্রস্তাব করা হয়েছে। উড়াল ও পাতাল রেলপথের সমন্বয়ে নির্মিত হবে এমআরটি লাইন-২। এ লাইনটিতেও কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে। এ রুটের দৈর্ঘ্য ৩৫ কিলোমিটার লাইন থেকে কমিয়ে ২৫ কিলোমিটারে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ লাইন গাবতলী থেকে মোহাম্মদপুর, নিউমার্কেট, লালবাগ, বাবুবাজার ও ধোলাইখাল হয়ে ডেমরা পর্যন্ত যাবে। ইউআরএসটিপিতে এমআরটি-৩ নামে নতুন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। উড়াল ও পাতাল পথের সমন্বয়ে এই মেট্রোরেলটি নির্মাণ করা হবে। আর কমলাপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পথে নির্মিত হবে এমআরটি লাইন-৪ মেট্রোরেল।

উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে নির্মিত হবে মেট্রোরেল-৫ নর্দান রুট। এই মেট্রোরেলের নতুন রুট প্রস্তাব করা হয়েছে আশুলিয়ার বাইপাইল থেকে নবীনগর, হেমায়েতপুর, গাবতলী, মিরপুর-১০, গুলশান-২, ভাটারা, বেরাইদ হয়ে ভুলতা পর্যন্ত। আর এমআরটি-৫ দক্ষিণ উড়াল ও পাতাল পথের সমন্বয়ে নির্মাণ করা হবে। এমআরটি-৫ দক্ষিণের নতুন রুট হলো রাজধানীর গাবতলী থেকে কারওয়ান বাজার, হাতিরঝিল, দাশেরকান্দি, বরপা হয়ে ভুলতা পর্যন্ত। এই মেট্রোরেল ১৩ দশমিক ১০ কিলোমিটার হবে পাতাল। এই মেট্রোরেলের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৭ দশমিক ২০ কিলোমিটার। মেট্রোরেলের মোট স্টেশন হবে ১৫টি। এর মধ্যে পাতালে ১১টি এবং উড়ালে ৪টি। এমআরটি লাইন-৫ সাউদার্ন রুটে আফতাব নগর সেন্টার থেকে দাশেরকান্দি পর্যন্ত ৪ দশমিক ১০ কিলোমিটার উড়ালপথে। রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে টঙ্গী পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে মেট্রোরেল লাইন-৬ এর পথ। এই অংশে নতুন করে যুক্ত হবে আরও পাঁচ স্টেশন। এই রুটে বর্তমানে উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল করছে। এছাড়া মতিঝিল থেকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই মেট্রোরেলে উত্তরা উত্তর স্টেশন থেকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত কাজ সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ রুটের কাজ শেষ হলে মেট্রোরেলে অতিরিক্ত ৫ লাখ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। উত্তরা উত্তর থেকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত এ রুটের দৈর্ঘ্য হবে ৭ দশমিক ৫ কিলোমিটার।

গাজীপুরের তিতারকুল থেকে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া পর্যন্ত নির্মিত হবে মেট্রোরেল-৭ লাইন। হালনাগাদকৃত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় এই মেট্রোরেল নতুন রুট প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো হলো গাজীপুরের শিমুলতলী থেকে তিতারকুল পর্যন্ত বিআরটি লাইন-৭ পরে এই মেট্রোরেল-৭ নির্মাণ করা হবে। এই মেট্রোরেলের রুট হলো-তিতারকুল থেকে বেরাইদ, দাশেরকান্দি, সাইনবোর্ড, চাষাড়া পর্যন্ত। আর ইউআরএসটিপিতে এমআরটি-৮ নতুন রুটও প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঢাকার পাঁচটি মনোরেলের রুট

মেট্রোরেলের পাশাপাশি এবার রাজধানীবাসীর জন্য নির্মাণ হবে মনোরেল। মনোরেল-১ এর মূল রুট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-কুড়িল-পূর্বাচল-জলসিঁড়ি আবাসন পর্যন্ত। এ রুটের দূরত্ব হবে ২৫ দশমিক ২

কিলোমিটার। এ রুট বিমানবন্দরের ও কুড়িলসংলগ্ন উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাচল নতুন শহর এবং জলসিঁড়ি আবাসন এলাকাকে সরাসরি যুক্ত করবে।

মনোরেল-২ এর মূল রুট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-উত্তরা সেন্টার-সভার। এ রুটের দৈর্ঘ্য ১৭ দশমিক ৬ কিলোমিটার। এ রুটটি উত্তরা থার্ড ফেজ (উত্তরা সেন্টার) হয়ে সভারের শিল্পাঞ্চল ও আবাসিক এলাকার সঙ্গে বিমানবন্দরের একটি দ্রুতগতির সংযোগ তৈরি করবে।

মনোরেল-৩ এর রুট রাজধানীর মধ্যবাড্ডা-পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ে, ভুলতা (নারায়ণগঞ্জ)। এ রুটের দৈর্ঘ্য ১৪ দশমিক ৬ কিলোমিটার। প্রগতি সরণির মধ্য বাড্ডা পয়েন্ট থেকে শুরু করে পূর্বাচল এক্সপ্রেসওয়ের সমান্তরালে এটি ঢাকার উপকণ্ঠ ভুলতা গাউছিয়ার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে।

মনোরেল-৪ এর মোহাম্মদপুর থেকে পোস্তগোলা করিডোর। মূল রুট মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি-জিঞ্জিরা (কেরানীগঞ্জ)-পোস্তগোলা। দৈর্ঘ্য ১১ দশমিক ৭ কিলোমিটার। ঢাকার পশ্চিমাঞ্চল (মোহাম্মদপুর-ধানমন্ডি) থেকে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা এবং দক্ষিণের পোস্তগোলা পর্যন্ত সংযোগকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট রুট এটি।

মনোরেল-৫ এর রামপুরা থেকে ডেমরা করিডোর। মূল রুট হবে রামপুরা-বনশ্রী-ডেমরা। এ রুটের দৈর্ঘ্য ১০ দশমিক ৩ কিলোমিটার। রামপুরা ও বনশ্রীর বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য ডেমরা সুলতানা কামাল ব্রিজের দিকে যাতায়াত সহজ করবে এবং পূর্ব ঢাকার ট্রাফিক চাপ কমাতে করিডোরটি পরিকল্পিতভাবে কাজ করবে।

লেখক:ইব্রাহীম মাহমুদ আকাশ
